Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 236 – 240
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

সিঝানঅ পরব বা পঁথি থাপনা

সন্তোষ মাহাতো
SACT, ইতিহাস বিভাগ
কতশিলা মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া
ইমেইল : santoshmahato553@gmail.com

Keyword
সিঝানঅ, পঁথি, থাপনা, কুড়মি।

Abstract
আমার গবেষনা প্রবন্ধের নাম সিঝানঅ পরব বা পঁথি থাপনা। এই গবেষণা প্রবন্ধে সিঝানঅ পরব বা পঁথি থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বিশদ ভাবে। একটি কথা বিশেষ ভাবে বলা যায় যে কুড়মালিতে পঁথি কথাটি ব্যবহৃত হয় তাই পুঁথির বদলে পঁথি শব্দের ব্যবহার গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে সিঝানঅ পরব বা পঁথি থাপনা কখন ও কেন পালন করা হয় তা আলোচনা করা হয়েছে। তারপরে সিঝানঅ পরব বা পঁথি থাপনা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এরপর পরবর্তীকালে সিঝানঅ পরব বা পঁথি থাপনা সংস্কৃতির নামকরণ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর কোন এলাকার এবং কোন জনগোষ্ঠীর মানুষজন মূলত এই উৎসব বা সংস্কৃতি পালন করে আসছে তা আলোচনা করা হয়েছে। তারপরে এই উৎসবে বা সংস্কৃতিতে কী কী পালনীয় নেগাচার রয়েছে সেগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ধারাবাহিক ভাবে কী কী উপকরণ সামগ্রী দিয়ে পালন করা হয় এবং কি কি রীতি-নীতি আছে তা আলোচনা করা হয়েছে। আর যে স্তুতি নিবেদন করা হয় এই উৎসব বা সংস্কৃতিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর এই উৎসব বা সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Discussion
ভূমিকা : কুড়মি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্কৃতির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কৃষিজীবী হওয়ার সুবাদে কুড়মি জনগোষ্ঠীর সমস্ত উৎসব-পরব-সংস্কৃতি কৃষিকাজের সাথে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। কুড়মি জনগোষ্ঠীর উৎসব মাঘ মাসের আখাইন যাত্রা থেকে শুভারম্ভ হয়। সিঝানঅ পরব বা পঁথি থাপনা সংস্কৃতি গবেষণা প্রবন্ধে বিভিন্ন ভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার প্রবন্ধে সিঝানঅ পরব বা পঁথি থাপনা সংস্কৃতি কোন সময় পালন করা হয় তা আলোচনা করা হয়েছে। সাথে ক্রমানুসারে এই উৎসবের অর্থ অর্থাৎ নামকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষজন ছোটনাগপুর অঞ্চলে এই উৎসব মূলত পালন করে আসছে তাও তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন উপকরণ সামগ্রী নিয়ে কীভাবে এই সংস্কৃতিকে বিভিন্ন আচার আচরনের মাধ্যমে পালন করে আসছে তাও তুলে ধরা

হয়েছে সবিস্তারে। এই উৎসবের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য রয়েছে তাও তুলে ধরা হয়েছে পাঠকের সুবিধার্থে। কিছু ভুল ত্রুটি হলে সকলের কাছে আমি একান্ত ভাবেই সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথির দিন পঁথি পূজা বা সিঝানঅ। ঘরের পঁথি (বই, খাতা) কলম ইত্যাদিকে পূজা করতে হয়। অধিত বিদ্যা গুরুর কাছে বলতে হয়। কিংবা নিজে নিজেই পঁথি না দেখে মনে মনে পঠিত বিদ্যাকে স্মরণ করে নিতে হয়। নিজে কতখানি বিদ্যায় পারঙ্গম হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখে নেওয়ার দিন।[১] কুড়মালি সংস্কৃতিতে পঁথি পূজা করার একটি রীতি আছে। পঁথি পূজা জ্ঞান অর্জনের সাথে সম্পর্কিত। এতে সারাবছরের অর্জিত জ্ঞান পরীক্ষা করা হয়। অর্থাৎ এটা হল জ্ঞানের বা বিদ্যার পূজা। কোথাও একে 'সিঝানঅ' বলা হয়। এটি সারা অঞ্চলে বছরে একবার একই দিনে পালিত হয়। এটি বসন্ত পঞ্চমীতে পূজা করা হয়।[২] এই পূজা প্রতিটি বাড়িতে করা হয়। কিছু কিছু গ্রামে সম্মিলিত ভাবে পূজাও করা হয়। এতে কোনো প্রকার ব্রত রাখার প্রয়োজন নেই। এই পূজা একদিনে সম্পন্ন হওয়ার পূজা। বাড়ির সদস্যরা নিজেরা স্নান করে পুজো করেন। মূলত, এই পূজা ভক্তি সহকারে করা হয়, যাতে সারাবছরের অর্জিত জ্ঞান এবং বসন্ত ঋতুতে জন্মানো বিভিন্ন ধরনের ফল উৎসর্গ করা হয়। বাড়ির ভিতরে দেয়াল সংলগ্ন স্থানে এই পূজা করা হয়।[৩]

পঁথি পূজার অর্থ :

'পঁথি' এরঅর্থ জ্ঞান অর্জনের বস্তুগত ভিত্তি অর্থাৎ 'বই'-এ প্রয়োগ করা হয়। একে ইংরেজিতে Book বলা হয়। কুড়মালি ভাষায় 'পথি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তাই এর নাম হয়েছে'পথি পূজা'। একে 'সিঝানঅ' উৎসবও বলা হয়। 'সিঝানঅ' মানে মশলা ছাড়া রান্না করা খাবার। কুড়মালি ভাষায়, এই ধরনের রান্নার কর্মের জন্য, 'সিঝা' বা 'সিঝানঅ' শব্দভান্ডারের ব্যবহার করা হয়। যেহেতু এতে উঁধি পিঠা রয়েছে যা এই উৎসব উপলক্ষে তৈরি করা এক ধরণের খাবার, যা শুধুমাত্র জলের বাষ্প দিয়ে রান্না করা হয়। এতে কোনো লবণ বা হলুদ মশলা ব্যবহার করা হয় না। একারণে এর নামকরণ সিঝানঅ হয়েছে।[৪] কুড়মালি সংস্কৃতিপ্রেমী প্রদীপ কুমার মাহাত বলেন কুড়মালি জনগোষ্ঠীর মানুষজন পঁথি এবং সিঝানঅ শব্দের ব্যবহার করে থাকে। কুড়মি জনগোষ্ঠী ও তাদের হিত-মিতান মানুষজন ছোটনাগরপুর মালভূমিতে সিঝানঅ পরব বা পঁথি থাপনা সংস্কৃতি সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে সাড়ম্বরে পালন করে আসছে।[৫] মাঘ মাসের চাঁদে পাঁচদিনে সিঝানঅ পরব হয়। সিঝানঅ মানে হল সিঝি যাওয়া অর্থাৎ সিদ্ধ হওয়া - কোনো কাজের ক্ষেত্রে পরিপক্ক হওয়া আর তারজন্যে যে সমস্ত উপকরণ সাহায্য করে থাকে সেই সমস্ত উপকরণগুলোকে শ্রদ্ধা করা হয় এই সিঝানঅ পরবে। পৌষ পরবে পৌষ পিঠা বা উঁধি পিঠা তৈরীর যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তা সিঝানঅ পরবে গিয়ে থেমে যায়।[৬]

আদিম পণ্ডিতরা তাদের শিষ্যদের নির্ধারিত আখড়ায় শ্রুতি আকারে জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে আসছেন। এই বসন্ত পঞ্চমীর দিনে সেই শিষ্যদেরই সাফল্য দেওয়া হয়। শিষ্য হয়ে ওঠে সিঝল-ভিঞ্জল (অভিজ্ঞ)। এই উপলক্ষে জ্ঞান ও গুণের জন্য উচ্চতর অলৌকিক শক্তিকে সম্মিলিতভাবে পূজা করা।[৭] আদিবাসী কুড়মি সম্প্রদায় ঐতিহ্যবাহী সিঝানঅ উৎসব পালন করে থাকে।[৮]

পালনীয়ন নেগাচার :

১. ঘর, উঠান, আঙিনা লরা লাপ্টা (গোবর দিয়ে পরিষ্কার করা) করে নিতে হয়।
২. একটি কাঠের পিঁড়ি গুঁড়ি দিয়ে গাবাতে হয়।
৩. পূজাস্থলে, তুলসীথানে, আঁকদুয়ারে গুঁড়ির আলপনা দিতে হয়।
৪. আলপনার উপর পিঁড়ি পেড়ে পঁথি কলম গুছিয়ে রাখতে হয়।
৫. স্নান সেরে, নতুন কিংবা কাচা কাপড় পরে, ধূপ-প্রদীপ জ্বেলে ঐ পুঁথিগুলিকে পূজা করা হয়।

৬. পরিবার বা গোষ্ঠীর কোন লোক মারা না গেলে তিলের নাড়ু, উঁধিপিঠা, গড়গড্যা পিঠা তৈরী করা হয়। ঐ পিঠা তৈরী করার

এই শেষ দিন।

৭. আত্মীয় স্বজনদের ঐ পিঠা পৌঁছে দেওয়া হয়।[৯]

উপকরণ সামগ্রী :

যেহেতু এই পূজা বসন্ত ঋতুতে করা হয়, তাই এতে বিভিন্ন ধরনের ফল নিবেদন করা হয়। অর্থাৎ এই উৎসবে ব্যবহৃত উপকরণগুলো মূলত দুই ধরনের। প্রথমত : প্রসাদের উপকরণ যেমন গাজর, শাঁক আলু, কলা, আপেল, কাঁচা ছোলা, বাদাম, সকরকেন্দ, গুড়, বাতাসা, চিড়া, বোঁদা, মিষ্টি ইত্যাদি প্রসাদের জন্য থাকে। দ্বিতীয়ত : পুঁথি পূজার উপকরণ যেমন আতব চাল, গুড়, ঘি, সিঁদুর, কাজল, বেল পাতা, আমের মুকুল, ঘটের জন্য আম পাতার একটি ছোট ডাল (পাঁচটি পাতার সংখ্যা), আতব ধান, ধুপ-ধুনা, আগুন, একটিও কাঠি ছাড়া পিঁড়ি (কেন্দ্, সাল, ভেলুয়া ইত্যাদি কাঠের) দুধ, এক গ্লাস পানি, জ্ঞান অর্জনের জন্য বই, কলম ইত্যাদি প্রয়োজন।[১০]

বিভিন্ন আচার :

যেহেতু এই পূজা একই দিনে সমগ্র এলাকায় একযোগে সম্পন্ন হয়, যা নিজ নিজ বাড়িতে করা হয়। এই পূজা শেষ পর্যন্ত তিন দিনে সম্পন্ন হয়। এতে থাপনা (স্থাপনা) এবং ওঠানোর প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। এদিন সকালে বাড়ির একজন পুরুষ সদস্য না খেয়ে থাকেন। তাকে প্রত্যক্ষরূপে পুঁথি পূজা করতে হয়। এর আগে বাড়ির ছেলেমেয়েরা পূজার উপকরণ তৈরি করে। এই উৎসব বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এ কারণে তারা ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পূজা-অর্চনায় অংশ নেয়। এদিন সকালে বাড়ির মহিলারা গোবর দিয়ে ঘর ও উঠান পরিষ্কার করেন। তারপর সকলে স্নান সেরে পরিষ্কার-শুকনো ধুতি, গামছা পরে পুজোয় বসেন। এরপর দেয়াল সংলগ্ন মাটির উপর একটি কাঠের তৈরী পিঁড়ি বা পাটাতনের উপর সাজানো বই-কলম রাখেন। এর উপর পানি ছিটিয়ে তা শুদ্ধ করা হয়। তারপর এক মুঠো ধান মাটিতে রেখে পিতলের বা কাঁসার ছোট পাত্রে পানি ভর্তি করে তার ওপর একটি ঘট বসানো হয়। একে 'কলস'ও বলা হয়। এর ভিতরে পাঁচটি পাতা যুক্ত আমের ডাল রাখা হয়। এরপর শুরু হয় পূজার কাজ। প্রথমে ধূপ জ্বালানো হয়, তারপর পাটাতনের উপর রাখা পুস্তকের আগে মাটির উপর পাঁচ সংখ্যার সিঁদুরের দাগ দেওয়া হয়।

এর উপর কাজলের টিকা দেওয়া হয়। তারপর একটি একটি করে তুলসী পাতা উল্টে তার উপরে নিবেদন করা হয়। এরপর আমের মুকুল নিবেদন করা হয়। তারপর বাড়ির সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের নামে অল্প অল্প করে বেল পাতা দেওয়া হয়। এরপর দুধ ও গুড় মিশিয়ে আতব চালকেতার উপর পাঁচবার নিবেদন করা হয়, তারপর বিভিন্ন ধরনের ফলের তৈরি প্রসাদ ধীরে ধীরে নিবেদন করা হয়।[১১]

স্তুতি নিবেদন : (নবপল্লব সহ করজোড়ে স্তুতি ও নিবেদন তিনবার)

হে পুঁথি তুমি হলে এই সসাগরা সংসারের একমাত্র বিদ্যাদানকারী। তোমার আশীর্বাদ এবং অকৃপণ দয়াতেই আমরা বিদ্যালাভ করে থাকি। আজ পঞ্চমীতে তোমার পূজার দিন। এখন আমরা ভক্তিভরে তোমার আরাধনায় রত। প্রসন্ন চিত্তে তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। আমরা যাতে সমাজে একজন যোগ্য মানুষ হয়ে উঠতে পারি, তার জন্য তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর। আমরা যেন সৎবাক্য, সৎচিন্তা, সৎকর্ম, সৎজ্ঞান, সদাচরণ, উদারতা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা এবং সংযম দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের মধ্যে যেন সকল প্রকার মানবিকগুন বিকশিত হয়। হে পুঁথি তোমাকে অধ্যয়ন করে মানব কুলের কেউ শিক্ষক, কেউ উকিল, কেউ বা ডাক্তার কলাকুশলী। হে পুঁথি আজ সূচিশুদ্ধ হয়ে, নিরুম্বু উপবাস করে, কায়মনোবাক্যে তোমার আরাধনায় রত। তুমি আমাকে বিদ্যাদান করো। তোমার বিদ্যা গ্রহণ করে আমি যেন

সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। তুমি আমাকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের জগতে নিয়ে চল। তুমি আমার মনবাসনা পূরণ কর। তোমাকে জানাই শতকোটি প্রণাম।[১২]

সবাই পূজার ফুল নিয়ে হাতজোড় করে একসঙ্গে বলে –

হে আদি অনন্ত মহাশক্তি বুঢ়াবাপ হাতজোড় করে তোমাকে স্মরণ করি। নিরাকার, নির্গুণ, সৃজনের আধার ভালো করো জীবন।

হে আদি বুঢ়াবাপ সৃজনের মূল হাতজোড় করে তোমার স্মরণে দেহ ও মন। আশীর্বাদ চাই জীবন করো সুন্দর, তোমার পায়ে তোমার ধ্যানে এইটাই আমার মনের আশা।

মহামাঞকে স্মরণ :

পরম প্রকৃতি মহাশক্তি মহামাঞ হাতজোড় করে ভক্তিভরে স্মরণ করি, তোমার ধ্যানে পূজার ফুল রেখে আশীর্বাদ চাই যেন বল বুদ্ধি যেন আমার হয়।

মাহারাইকে স্মরণ :

হে সূর্য মাহারাই জগতের সৃজন হাতজোড় করে ফুল নিয়ে তোমাকে স্মরণ করি। আশীর্বাদ করো যেন বল, বুদ্ধি দিয়ে আমার মনকে সুন্দর ভাবে একাগ্র চিত্ত করতে পারি।[১৩]

এর পরে দুধকে উপর দিক থেকে বাম থেকে ডানে অল্প অল্প করে ঢেলে দেওয়া হয়। এরপর পাত্রের জল একটু একটু করে পূজাস্থলের ডান ও বাম দিকে হাল্কা হাল্কা করে ঢেলে দেওয়া হয় এবং পূজাস্থলের সামনের দিকে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নত করে প্রণাম করে। এরপর একে একে বাড়ির অন্য সদস্যরাও একই রকম প্রণাম করে। এরপর সবার মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এ ভাবেই শেষ হয় প্রথম দিনের পুজো।[১৪]

একই ভাবে, দ্বিতীয় দিনে স্নানকরার পরে, এই পূজাস্থলে ধূপ, ধুনা দেওয়া হয় এবং এর সাথে প্রসাদ আকারে কিছু দেওয়া হয়। উৎসবের তৃতীয় দিন বা শেষ দিনে হচ্ছে পুঁথি ওঠানোর কর্মসূচি। এদিন যেমন প্রথম দিনে নিয়ম-কানুন মেনে সব বই রেখে পুজো করা হয়, ঠিক একইভাবে ওঠানোর দিনেও নিয়ম-কানুন মেনে সব বই তুলে দেওয়া হয়। এই দিনেও ধূপ,ধূনাজ্বালিয়ে প্রসাদ নিবেদনের পর তা উঠানো হয় এবং সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং পূজার অবশেষ উপকরণ একটি জলাশয়ে নিমজ্জিত করা হয়। এ ভাবেই পুঁথি পূজার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এতে কোনো পশু বলি দেওয়া হয় না। এতে শুধু ফল, ফুল ও কান্ড, মূল নিবেদন করা হয়।[১৫]

অতীতে যেমন বন্যজন্তুর হাত থেকে বাঁচার জন্য বা ডাকু, চোরের হাত থেকে বাঁচার জন্য কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবে তারজন্য মানুষ বিদ্যালাভ করে গুরুর কাছ থেকে। তেমন ছোট থেকে বড় হওয়ার সময় মানুষকে সমাজের রীতিনীতি, আদব কায়দা শিক্ষালাভ করেসমাজে মান্যবর, বিজ্ঞজন হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় সমাজে ছলকপট লোকে ঠকিয়ে নিত আর তারজন্যে সমাজে রীতিনীতি চলে আসছে। কিন্তু আজকাল সমাজে ছলকপট লোকের চালাকি বেড়ে যাওয়ার কারণে আর সমাজের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য বইয়ের/পঁথির দরকার। তেমনই দরকার হল শিক্ষাগুরুকে সম্মান করা আর বিদ্যার উপকরণগুলিকে শ্রদ্ধা করা।[১৬]

পঁথি থাপনার বৈজ্ঞানিকতা :

পুঁথি পূজা হল জ্ঞান অর্জনের সাথে সম্পর্কিত একটি উৎসব। এতে সারাবছরের অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা করা হয়। সংস্কৃতবিদদের মতে, সারাবছরের অর্জিত জ্ঞানের বইগুলোকে এক জায়গায় তিনদিন পর্যন্ত রেখে বইগুলোর ভিতরের অধ্যায়টিকে স্মরণ করতে থাকে এবং এই দুই দিন বইগুলোকে স্পর্শ না করেই স্মরণ রাখে এবং নিজেই নিজেকে পরীক্ষা করে,'[১৭] প্রকৃতপক্ষে পুঁথি পূজা হল ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিশক্তি স্মরণের একটি উপায়। এই স্মৃতিশক্তি স্মরণ শুধুমাত্র বসন্তকালে করা হয়, এই সময়ে পরিবেশে নতুন পাতা ও ফুল ফোটে, এমন পরিস্থিতিতে মানুষের মস্তিষ্কের

স্মৃতিশক্তির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ থাকে, এই কারণে, ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যের স্কুল - কলেজগুলিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য এই মরসুমে বার্ষিক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। যেখানে উত্তীর্ণরা পরবর্তী শ্রেণীতে ভর্তি হয়। তাই পুঁথি পূজা কুড়মালি সংস্কৃতিতে বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান বা শিশুদের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা, পরীক্ষা এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য এক অনন্য পর্ব। এই উপলক্ষ্যে উঁধি পিঠা সবশেষে করা হয়, এটি খেলে পেট পরিষ্কার হয় এবং পরিপাকতন্ত্রে স্বস্তি পাওয়া যায় এবং বছরে অন্তত ১৫ থেকে ২০ দিন এটি চললে সারাবছর হজম প্রক্রিয়া ঠিক থাকে। তাই পুঁথি পূজা অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ।[১৮]

পরিশেষে বলা যায় যে সিঝানঅ পরব বা পঁথি থাপনা সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণদিক। এই সংস্কৃতির উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষজন সুপ্রাচীনযুগ থেকে যেভাবে বর্তমান সময়েও এই পরব-উৎসব-সংস্কৃতি পালন করে আসছে তা সত্যিই বিরল তথা একটি নজিরবিহীন দিক। আশাকরি সিঝানঅ পরব বা পঁথি থাপনা সংস্কৃতি সমাজের কাছে একটি নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত করবে।

তথ্যসূত্র :

১. মাহাত, সৃষ্টিধর, কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার, মানভূম দলিত সাহিত্য প্রকাশনী, পুরুলিয়া,২০২১, পৃ. ১৫২
২. Keduar, N.C, Sarna Aur Kudmali parb - Tayohar, Shivangan Publication, Ranchi, ২০২০, P. 236
৩. Ibid, p. 236
৪. Ibid, p. 237, 238
৫. সাক্ষাৎকার : প্রদীপ কুমার মাহাত, জয়পুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ০৫/০২/২০২৩
৬. মাহাত, শম্ভুনাথ, কুড়মালি চারিক খদিনদি, ওয়েস্ট বেঙ্গল কুড়মালি একাডেমী পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৩, ১৪
৭. মুতরুআর, লক্ষ্মীকান্ত, জনজাতি পরিচিতি, ঝাড়খন্ড আদিবাসী কুড়মি সমাজ, ঝাড়খণ্ড, ২০০১, পৃ. ৬৩
৮. তদেব, পৃ. ৬৩
৯. মাহাত, সৃষ্টিধর, কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার, মানভূম দলিত সাহিত্য প্রকাশনী, পুরুলিয়া,২০২১,পৃ. ১৫২
১০. Keduar, N.C, Sarna Aur Kudmali parb - Tayohar, Shivangan Publication, Ranchi, ২০২০, P. 237
১১. Ibid, p. 237, 238
১২. সাক্ষাৎকার : শুভেন্দু মাহাত, পুরুলিয়া, ২৫/০১/২০২৩
১৩. মাহাত, শম্ভুনাথ ও মাহাত, শক্তিপদ, কুড়মালি চারি, ওয়েস্ট বেঙ্গল কুড়মালি একাডেমী পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৫, ১৬
১৪. Keduar, N.C, Sarna Aur Kudmali parb - Tayohar, Shivangan Publication, Ranchi, ২০২০, P. 238
১৫. Ibid, P. 238
১৬. মাহাত, শম্ভুনাথ, কুড়মালি চারিক খদিনদি, ওয়েস্ট বেঙ্গল কুড়মালি একাডেমী পাবলিকেশন, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৪
১৭. Keduar, N.C, SarnaA ur Kudmali parb-Tayohar, Shivangan Publication, Ranchi, ২০২০, P. 238
১৮. Ibid, P. 238, 239